শ্রীঅনির্বাণ-সান্নিধ্যে অপরাজিতা

সন্ধ্যা লাহিড়ী

একটি শাস্ত্রিক প্রকাশনা

মুখবন্ধ

শ্রীঅনির্বাণ-সান্নিধ্যে অপরাজিতা' গ্রন্থটি প্রধানত সন্ধ্যা-মায়ের আত্মজীবনীমূলক রচনা। 'অপরাজিতা'- শ্রীঅনির্বাণের স্নেহধন্যা শ্রীমতী সন্ধ্যা লাহিড়ী।

জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই লেখাটি শুরু করেছেন তিনি। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন পর্ব। তাঁর গভীর জীবনবোধ, পারিবারিক-সামাজিক, বিশেষত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রামময় জীবনের নানাদিক ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষা পাশ করার পর শিলঙের লেডি কীন কলেজে অধ্যয়ন করার সময় মহাযোগী শ্রীঅনিবার্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে এই গুরুর কাছে শিক্ষালাভে। তারই বিবরণ রয়েছে বইটির পাতায়-পাতায়।

১৯৪৫-১৯৫৫ উত্তর-ভারতের আলমোড়ায় হৈমবতীতে বাস করতেন শ্রীঅনির্বাণ। শ্রীমতী লিজেল রেমোঁর সাহায্যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল ভারতীয় তথা বাঙালী মেয়েদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য আলমোড়ায় 'শান্তি আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হবে। আসাম থেকে কয়েকটি কন্যা এসেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সেই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হল না। শ্রীঅনিবার্ণ স্বয়ং শিলঙে নতুন হৈমবতী স্থাপন করলেন।

শিলঙের লেডি কীন্ কলেজের অধ্যক্ষা, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার ভক্ত শ্রীমতী উষা ভট্টাচার্য শ্রীঅনির্বাণেরও অনুরাগী ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন বিষয়ে পাঠ ও আলোচনা সভা হত। কলেজের কয়েকজন ছাত্রীও সেই সভায় যোগ দিতেন। সন্ধ্যা দাস তাঁদের অন্যতম। ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে শ্রীঅনির্বাণ নাম দিয়েছিলেন 'মণিমালা'- মালার অন্তর্গত প্রত্যেকটি মণির আলাদা নাম ছিল। সন্ধ্যার নাম 'অপরাজিতা'।

সন্ধ্যার জীবন জিজ্ঞাসা, সংগ্রামশীলতা, অন্তরের স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতায় শ্রীঅনির্বাণ তাঁকে অন্যভাবে চিনেছিলেন। তাই তাঁকে জীবনের চলার পথে গড়ে উঠতেও সাহায্য করেছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। তারই ফলস্বরূপ শ্রীঅনির্বাণের

উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তীর্থ-পরিক্রমার সময় আরো অনেকের সঙ্গে সন্ধ্যাও তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের এই বিরল অভিজ্ঞতা সন্ধ্যা-মাকে গভীরভাবে সমৃদ্ধ করেছে সবদিক থেকে। মানুষটি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, সহজ ও সরল্। তারই প্রতিফল ঘটেছে তাঁর পরবর্তী সংসারজীবন ও কর্মজীবনে। শিলঙের পাইন মাউন্ট স্কুলে দীর্ঘকাল অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। তাঁর সুমিষ্ট স্বভাব, মর্যাদাকে সাংস্কৃতিক, চেতনা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসীম মানসিক-শক্তির দৃঢ়তা, সাহসিক স্পষ্ট-গভীর জীবনবোধ তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে অন্যমাত্রা দিয়েছে।

ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ নৃত্য-প্রতিভায় তিনি সুপরিচিত ছিলেন শিলঙের সর্বত্র। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার বিশেষ বিশেষ শৈলীতে নৃত্যনাট্য-রূপায়ণের ক্ষমতা। সেই কারণে রবীন্দ্রনৃত্যনাটা সংঘ (১৯৪৯-১৯৭৪) এবং সুমী-ভ্যালি কালচারাল স্কোয়াডের অন্যতম প্রধান সদস্য হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তার ফলে হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং আরো অনেক বিখ্যাত গুণীজনের বিশেষ স্নেহের পাত্রীও হয়ে উঠেছিলেন।

নৃত্যশিল্প ছিল তাঁর জীবনের প্রধান প্রেরণা। তার সঙ্গে সঙ্গীত, সাহিত্যপাঠ, অঙ্কন, ভূরীশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পচর্চারও (ফুল সাজানো, আলপনা এমনকি রন্ধনশিল্প) বিকাশ হয়েছিল। জীবনে অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারিণী হয়ে তিনি দেশ-কাল-সমাজ, আর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সমন্বয়বোধ ও সৌন্দর্য-সুষমায়। আলোচ্য বইটিতে তারই সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। জীবনের সব কাজই ছিল তাঁর নৃত্যের তালে-তালে। জীবনের সুরে তাল মিলিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন মহাজীবনের পথে।

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হল একটি সঙ্ঘ 'মাতৃশক্তি'- মায়েদের প্রাণে-প্রাণে আলোর জোয়ার জাগিয়ে তোলার প্রয়াসে-যাতে সবার মাঝে চেতনার প্রদীপখানি জ্বলে ওঠে এবং তারই আলোয় তাঁরা এগিয়ে যেতে পারেন আত্মানুভূতি ও আত্মদর্শনের পথে। সন্ধ্যা-মা ছিলেন এই সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপ। সেখানকার সবাইকে তিনি সর্বদা আগলে রাখতেন।

২০০৯ সালে সন্ধ্যা-মা এই আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শ্রীগুরুর সান্নিধ্যে তাঁর আত্মবিকাশের কথা অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

অসমাপ্ত রয়ে গেল অপরাজিতা'র কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুটে ওঠার সেই কাহিনী.....

২০১৩, অগাষ্ট-মাসে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে এবং ১৮ই অক্টোবর তিনি লোকান্তরিত হন। সেই পীড়িত-অবস্থাটিও তিনি অসামান্য সাহসের সঙ্গে, হাসিমুখে স্বীকার করেছেন। সবাইকে সান্ত্বনা ও মনোবল দিয়ে প্রশান্তির প্রলেপে ভরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন- 'জীবনসংগ্রামে কোন-কিছুতেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে নেই, মৃত্যুতেও নয়।"

সন্ধ্যা-মায়ের স্মরণে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি তাঁর চরণে, তাঁরই প্রিয় গানের বাণীতে-

'তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে'

শকুন্তলা লাহিড়ী
সমুজ্জ্বলা দত্ত রায়

অক্টোবর, ২০১৮
মাওলাই, শিলং,
মেঘালয়